সংবাদ

তারিখ ... 16 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

চবি প্রশাসনে দ্বন্দ্ব পদত্যাগ করে পুরো প্রক্টরিয়াল বডি

চট্টগ্রাম বুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে প্রক্টর এবং পাঁচ সহকারী প্রক্টর একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরই মধ্যে তারা পদত্যাগপত্র উপাচার্যের কাছে জমাও দিয়েছেন। তবে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত উপাচার্য তা গ্রহণ করেননি। পুরো বিষয়টি রাখা হয়েছে অতি গোপনে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সর্বশেষ যোগ হয় ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত পারিশ্রমিক। এ পারিশ্রমিককে কেন্দ্র করেই পুরো

বডি : (পৃ: ১১ ক: ৬)

বডি : প্রক্টরিয়াল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রক্টরিয়াল বডি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। গত ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির ইউনিট প্রধানদের বৈঠকে ১০টি ভর্তি পরীক্ষার প্রতিটির জন্য প্রক্টরকে ১ হাজার ৬০০ টাকা করে মোট ১৬ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সহকারী প্রক্টর পাবেন ১৩ হাজার টাকা; কিন্তু গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টররা এ কাজের জন্য পারিশ্রমিকের পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবেও পারিশ্রমিক দাবি করেন। সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনরা তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ভর্তি পরীক্ষায় একঘণ্টা দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক ১ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকেন। তবে একজন শিক্ষককে পাঁচটির বেশি ভর্তি পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয় না।

প্রক্টরিয়াল দায়িত্বের বাইরে শিক্ষক হিসেবে পারিশ্রমিক না পাওয়ার কারণে ডিনদের সঙ্গে প্রক্টররা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ডিনরা হচ্ছেন ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন অনুষদের ইউনিট প্রধান। এ ব্যাপারে প্রক্টর প্রফেসর মুবিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম সংবাদকে জানান, তাদের যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমি মনে করি তা যথেষ্ট সম্মানজনক। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।